ভোলায় চিরনিদ্রায় শায়িত হবেন তোফায়েল আহমেদ



সংগৃহীত ছবি

প্রবীণ রাজনীতিক ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক তোফায়েল আহমেদের মরদেহ রাজধানীর একটি হাসপাতালের হিমঘরে রাখা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে তার মরদেহ নেওয়া হবে জন্মস্থান ভোলায়।

সোমবার মাগরিবের পর ধানমন্ডির তাকওয়া মসজিদে প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে মরদেহ স্কয়ার হাসপাতালে রাখা হয়। ভোলার দক্ষিণ গঙ্গাপুর এলাকার কোরালিয়া গ্রামে মায়ের কবরের পাশে তাকে দাফন করা হবে।

এর আগে ভোলা জেলা সরকারি হাই স্কুল মাঠে দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

জানাজায় রাজনৈতিক নেতা, কর্মী ও সাধারণ মানুষ অংশ নেন। এ সময় কিছু নেতাকর্মীর স্লোগানকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা তৈরি হলে পুলিশ কয়েকজনকে আটক করে।

সোমবার বিকেলে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তোফায়েল আহমেদ। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। দীর্ঘদিন ধরে নিউমোনিয়া, শ্বাসকষ্ট ও হৃদরোগসহ বার্ধক্যজনিত জটিলতায় ভুগছিলেন তিনি।

১৯৪৩ সালের ২২ অক্টোবর ভোলায় জন্ম নেওয়া তোফায়েল আহমেদ ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে ডাকসু ভিপি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। মুক্তিযুদ্ধেও তিনি সক্রিয় ছিলেন। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি ৯ বার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং একাধিকবার মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।